IQAC-র উদ্যোগেএকদিনের জাতীয় স্তরের আলোচনাচক্র

বিষয় : 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যে মধ্যবিত্তের সংকট'

১৮ এপ্রিল ২০১৯, বৃহস্পতিবার

স্থান : জীবনানন্দ সভাকক্ষ (সেমিনার হল)

আয়োজক : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

বিধান চন্দ্র কলেজ, আসানসোল

পশ্চিম বর্ধমান- ৭১৩৩০৪

ফোন : 0341-2283020 / 3058

ওয়েবসাইট: bccollege.org

ই মেইল: bccollege.office@gmail.com

যোগাযোগ :

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, আহ্বায়ক ও সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ (9647790215)

jibanshilpi@yahoo.co.in

দীপঙ্কর আরশ, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ (9434473382)

Dipankararosh6@gmail.com

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যে মধ্যবিত্তের সংকট: মনোজ মিত্রের 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা'

পরাধীন ভারতবাসীর মনে যে বিষ ক্রিয়াশীল ছিল তার প্রভাব আরো বেশি করে পরিলক্ষিত হতে থাকলো স্বাধীন ভারতে নানা রাজনৈতিক উত্থান পতনের অভিঘাতে। স্বাধীনতাকে ঘিরে যে স্বপ্ন দেখেছিল পরাধীন ভারতবাসী, স্বাধীন ভারতে সেরকম কিছুই হলো না। এজন্যই হয়তো কথা সাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ী বলেছেন, স্বাধীনতা-উত্তর পর্ব হল: 'আনফিনিশড রিভিউলেশন' ও 'রিভিউলেশন বিট্রেড' এর কাল। সেই মোহভঙ্গের যন্ত্রনা, রাষ্ট্রের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে সবচেয়ে বেশি ভেঙ্গে তছনছ করে দিলো মধ্যবিত্ত মানুষদের জীবনের নানা দিক। এই মধ্যবিত্ত মানুষদের জীবনের বিভিন্ন সংকট নানান আঙ্গিকে ফুটে উঠেছে বাংলা সাহিত্যে। মনোজ মিত্রের 'অলকানন্দার পুত্রকন্যা' ঠিক সেই রকম একটি নাটক যেখানে স্বাধীনতা-পরবর্তী মধ্যবিত্তের সংকট প্রকট ভাবে ফুটে উঠেছে। আর মনোজ মিত্রের নাটকে মধ্যবিত্তের যেসব সংকটের ছবি ফুটে উঠেছে তার পিছনে রয়েছে মনোজ মিত্রের বড় হয়ে ওঠার সমকালীন সময় ও সমাজ। এই সময় ও সমাজের ছাপ মনোজ মিত্রের মনে দাগ কেটে গিয়েছিল বলেই সেই সব ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর বিভিন্ন নাটকে।তাঁর বড় হয়ে ওঠার সময় ও সমাজটা ছিল ঠিক এইরকম -- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ৪২-এর আগস্ট আন্দোলন, ৪৩-এর অন্ন সংকট, বস্ত্র সংকট, ৪৬-এর রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা, ৪৭-এর সাম্প্রদায়িক স্বাধীনতা ও দেশভাগ এবং তার পরবর্তিতে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু সমস্যায় জর্জরিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির বেঁচে থাকার তাগিদে আত্মপরিচয়ের সংকট। উত্তাল আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির মাঝে এই শ্রেণিটিকে লড়তে হয়েছে ক্ষুধা-বেকারত্ব-শোষণের বিরুদ্ধে, পাশাপাশি লড়তে হয়েছে নিজের শিক্ষা-সংস্কার-রুচি-মূল্যবোধ সম্পর্কিত আত্মপরিচয়ের সঙ্গে। কঠিন বাস্তব পরিস্থিতি আর আদর্শবাদ, স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রনা, বেকারত্ব আর বংশ পরিচয়ের কৌলিন্য, অবক্ষয়িত মূল্যবোধ আর মানুষের দ্বিচারিতা ইত্যাদি বৈপরীত্যের মাঝে ঘনীভূত মধ্যবিত্তের সংকটের স্বরূপ মনোজ মিত্রের তন্নিষ্ঠ পর্যবেক্ষণে ফুটে উঠেছে তার বিভিন্ন নাটকে। আমার আলোচনার বিষয়টি হলো মনোজ মিত্রের নাটকে (অলকানন্দার পুত্রকন্যা) ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মধ্যবিত্তের সংকটকে তুলে ধরা।

আনোয়ারে মুর্শিদ
এম.ফিল স্টুডেন্ট
বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
চলভাষ: ৯৮৩২৬৮৪৫২৭

'অবতরণিকা' ও 'অভিনেত্রী' : উত্তর স্বাধীনতা পর্বে নাগরিক মধ্যবিত্তের 'চেনামহল'

➢ *সোমালি চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ*

উত্তর স্বাধীনতা পর্বে নতুন নাগরিক হয়ে ওঠা চাকুরীজীবী মধ্যবিত্তের জীবনের অনিশ্চয়তা-সংকট-সংঘাতই নরেন্দ্রনাথ মিত্রের(১৯১৬-১৯৭৫) অধিকাংশ গল্পের মূল প্রেক্ষিত। তাঁর সব লেখা, ভাবনা, চরিত্রই রসদ সংগ্রহ করেছে পারিপার্শ্বিক 'চেনামহল' থেকে। দেশভাগ-দাঙ্গা-স্বাধীনতা-- ইতিহাসের এক বিশেষ কালপর্বে মধ্যবিত্তের নিস্তরঙ্গ সহজ সরল জীবনযাপন সহসা অবতীর্ণ হল সংকটের ঘূর্ণাবর্তে। আজন্ম লালিত সংস্কার ও মূল্যবোধের ভিত নড়ে গেল কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে। 'অন্তঃপুর' নামক ধারণাটির পরিবর্তন হয়ে গেল সহসা। ঘরের লক্ষ্মীকে তখন ঘরের প্রয়োজনে উপার্জন করতে বের হতে হল। এই পটভূমিতেই রচিত নরেন্দ্রনাথের দুই ছোটগল্প--- 'অবতরণিকা'(১৩৫৬, আনন্দবাজার, পূজাসংখ্যা) ও 'অভিনেত্রী'(১৩৫৭, যুগান্তর, শারদসংখ্যা)।

'অবতরণিকা' গল্পে স্বামী সুব্রত সংসারের প্রয়োজনে একদিন আরতিকে চাকরি করতে উৎসাহ দিয়েছিল। কিন্তু যখনই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আরতিকে আত্মমর্যাদা বোধের স্বাদ দিয়েছে, তখনই পুরুষের অহংবোধ আরতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখা যায়, নারীর নিজ পরিশ্রমে অর্থ উপার্জনের ক্ষমতাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে চায় পুরুষ। মধ্যবিত্ত সমাজের দাবিটি যেন এই যে-- যতদিন যেভাবে সংসারের প্রয়োজন হবে ততদিন সেভাবেই মেয়েদের চাকরি করতে দেওয়া হবে।

দিকে দিকে তখন বিংশ শতাব্দীর মেয়েরা অভিনয়ের আদবকায়দা আয়ত্ত করে রুজি-রোজগারের পথ উন্মোচন করছে। 'অভিনেত্রী' গল্পের লাবণ্যও সাংসারিক অভাবের তাড়নায় স্বামীর বন্ধু অনিমেষের কথা মতো সিনেমায় অভিনয় করতে বের হয়। স্টুডিও-র সামনে সে মালতী মল্লিকের মতো অভিনয় করতে না পারলেও তৎকালীন প্রেক্ষাপটে পাওনাদারদের তাড়া তাকে সংসার জীবনে অভিনেত্রী বানিয়ে ছাড়ে। অভিনয়ের পর্দায় ব্যর্থ হলেও সংসারের পর্দায় তার অভিনয় অতুলনীয়।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে প্রতিফলিত মধ্যবিত্তের সংকট

অঙ্কিতা সাহা, বাংলা বিভাগ, স্নাতকোত্তর, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সময়ের ফল্গুধারায় বহমান মনুষ্য সমাজ, ডারউইনের অস্তিত্বের জন্য বেঁচে থাকার লড়াই করতে করতে ক্রমে দ্বিধারায় এবং পরবর্তীতে ত্রিধা বিভক্ত হয়। প্রথম দুই ধারা — নিম্ন ও উচ্চ বিত্ত শ্রেণি কিন্তু তৃতীয় যে শ্রেণির উদ্ভব এই সংগ্রামে ঘটেছে, সে সকল পাওয়া-না পাওয়ার মধ্যবর্তী অর্থাৎ তার অস্তিত্ব অনেকটা সীমান্তের কাঁটাতারের মতো; প্রয়োজনীয় অথচ কুদর্শন। সংকট, বিপন্নতা, অনিশ্চয়তা — এসবের টানাপোড়েনে গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত শ্রেণি।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের জগতে যেসব লেখকের নাম অনস্বীকার্য, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন গল্পকার দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৬৩ সালে *অশ্বমেধের ঘোড়া* নামে তাঁর লেখা পাঁচটি ছোটোগল্পের সংকলন প্রকাশিত হয়। *স্বয়ম্ভর সভা, প্রহরা, মৃতশহর, বসন্ত* এবং *অশ্বমেধের ঘোড়া* — এই পাঁচটি ছোটোগল্পই এতে সংকলিত হয়েছে। এছাড়া *জটায়ু, নরকের প্রহরী, হওয়া না হওয়া* — ইত্যাদি ছোটোগল্পেও বারবার মধ্যবিত্ত মননের সংকট, বাস্তবিক ঘাত-প্রতিঘাত প্রভৃতির মাধ্যমে জীবনে এগিয়ে চলার কথা বারবার প্রতিধ্বনিত হয়। ঘোড়া গতির প্রতীক হলেও মিথ নির্ভরাণাশ্রিত নামকরণের আড়ালে গল্পের প্যালেটে লেখকের চিত্রায়িত মধ্যবিত্তের ক্ষত-বিক্ষত দেহের পচা-গলা অংশে অস্ত্রোপচার করেও সুখে বেঁচে থাকার চেষ্টা না অভিনয়? — তার বিশ্লেষণই এ গবেষণা পত্রের প্রধান উদ্দেশ্য।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসে মধ্যবিত্ত সমাজ-জীবন

গোপীনাথ দাস
এম.এ.তৃতীয় সেমিস্টার,বাংলা বিভাগ
কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়,আসানসোল,পশ্চিম বর্ধমান

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে প্রবাদপ্রতীম ও প্রতিভাশালী ব্যাক্তিত্ব --এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।কিন্তু কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বাইরে একজন কথাসাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় আছেন--যিনি আমপাঠকের কাছে কিছুটা অচেনা,অজানা।আমরা বলতে চাই কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য ও সমাজভাবনার অন্তর্গত জগৎকে বুঝতে গেলে ঔপন্যাসিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে পাঠ করা দরকার।উপন্যাসে সুভাষের উপস্থিতি আরো বেশি তীব্র,তীক্ষ্ণ।

সুভাষের উপন্যাসের কেন্দ্রিয় বিষয়ের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য।তাঁর ভাষায় 'যারা উপর আর নীচের মাঝখানে।...যাদের ছেলেরা হাসিমুখে জীবন দেয়।আবার ভাবের ঘোরে চলতে গিয়ে ভাবের ঘরে চুরি করতেও যাদের বাধে না।'সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণি।বস্তুত সঙ্কট বা টানাপোড়েন মধ্যবিত্ত শ্রেণী কিছুটা বেশি ভোগ করে--একথা বললে বোধ হয় খুব একটা ভুল বলা হবে না।বিভিন্ন ঔপন্যাসিকের মতো সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসেও এই মধ্যবিত্তের সংকটের ছবি ধরা পড়েছে।আর মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ হওয়ার কারণে তিনি এই সঙ্কটকে তাঁর সাহিত্যে যথাযথ রূপ দিতে পেরেছেন।'হাংরাস' উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র দু'জন--নিম্নবৃত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা বাদশা এবং মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা অরবিন্দ।দু'জনেই হাঙ্গার স্ট্রাইকে রত।হাঙ্গার স্ট্রাইকে রত অবস্থাতেও অরবিন্দের কখনো মনে হয়েছে 'তার চেয়ে সব ভেস্তে দিয়ে বাড়ির ছেলে বাড়ি

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা ছোটগল্পে মধ্যবিত্তের সংকট

- *সারসংক্ষেপ :-*

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ইতিহাস শুধুমাত্র রাজনৈতিক হস্তান্তরের ইতিহাস নয়, সমাজ-সাহিত্য, সংস্কৃতি-শিক্ষার ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা উত্তরকাল যুগান্তর সূচনা করেছিল। চল্লিশের পর পর কয়েকটি বছর ধরে যুদ্ধ মন্বন্তর কালোবাজার, দাঙ্গা, দেশভাগ, স্বাধীনতাপ্রাপ্তি ও উদ্বাস্তু আগমন, সাম্প্রদায়িক হিংসা (কিছু পরে নকশাল আন্দোলন) যে চূড়ান্ত বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল তার ফলেই শুরু হয়েছিল মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের সংকট আর সংগ্রাম। এই সংকট নিঃসন্দেহে অর্থনৈতিক বিপন্নতার সংকট ; সেই সঙ্গে এতকালের লালিত মূল্যবোধকেও বাঁচিয়ে রাখার সংকট। এককথায় বলা যায় এই যে সময়কাল তা যেমন সমগ্র বাঙালির তেমনই সমগ্র ভারতবাসীর জীবনে বড় কঠিন সময়কাল। সব মিলিয়ে এ দশ-এগারো বছর (১৯৩৯-১৯৫০) সমগ্র বাংলার বাঙালি মধ্যবিত্তের ভিত্তিমূলকে নাড়িয়ে দিয়েছিল

স্বাধীনতা-উত্তর আমাদের জীবনে হতাশা, বিপর্যয়ের মাঝে মধ্যবিত্তের অস্তিত্বের সংকট তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। আর্থ-সামাজিক সবদিক থেকেই মধ্যবিত্ত বিপন্ন থেকে বিপন্নতর হতে শুরু করেছিল। ফলে মধ্যবিত্তের নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ দ্রুত পাল্টাতে লাগল নৈতিকতা, আদর্শ বিসর্জন দিয়ে শুধু দিনযাপনে আর প্রাণধারণে নিয়োজিত মধ্যবিত্তের কঠিন বাস্তব চেহারাটা ফুটে উঠল ছোটগল্পে উপন্যাসে। তাই তিরিশের দশকের পরে পঞ্চাশের দশকের বাংলা ছোটগল্পে পুনরায় ফিরে এল মধ্যবিত্ত নায়ক-নায়িকারা।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা ছোটগল্পে উপরোক্ত এই বাস্তব সমস্যার প্রতিফলনের বিষয় নিয়ে আমি আমার **"স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা ছোটগল্পে মধ্যবিত্তের সংকট"** প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি ।

সন্দীপন মুখার্জী
স্নাতকোত্তর : বঙ্গভাষা ও সা
আশুতোষ কলেজ
কলকাতা

দহন : স্বাধীনতা উত্তর মধ্যবিত্ত নারীর আত্মকথন

ড. সায়নী রাহা, সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
রামপুরহাট কলেজ, বীরভূম
sayaniraha2014@gmail.com

বিংশ শতাব্দীর ষাট - সত্তর দশক থেকে শুরু হয়েছে মধ্যবিত্তের সংকট। মধ্যবিত্তের এই সংকট শুধুমাত্র স্বাধীনতা উত্তর সময়ের ফসল নয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই মূল্যবোধের সংকট উত্তোর-উত্তোর বৃদ্ধি পেতে থাকে। মধ্যবিত্ত সমাজ তাদের ঠুনকো আভিজাত্যকে আকড়ে ধরে রাখতে চায়। সেখানে নারী একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে।

আমরা প্রায় সকলেই জানি যে, বিংশ শতাব্দী থেকে সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নারীর অবস্থান ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে থাকে। নারীও ধীরে ধীরে জানান দিতে থাকে নিজের অবস্থান। তারা বলে- কবির ভাষায়- 'থাকবো না কো বদ্ধ ঘরে/ দেখবো এবার জগৎটাকে।' স্বাধীনতা উত্তর-পর্বে নারীর জগৎকে দেখার চেষ্টা যত বাড়তে থাকে, পুরুষ তান্ত্রিক সমাজের চাপ অদৃশ্য ভাবে তাদের উপর ক্রমশ বোঝার মতো চাপতে থাকে। সেই চিত্রকল্পই সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'দহন' উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে লেখক সুন্দর ভাবে দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

আমরা প্রবন্ধটিতে উপন্যাসটি বিশ্লেষণ করে স্বাধীনতা উত্তর পর্বে মধ্যবিত্ত সমাজের নারীর আত্মকথনের মধ্য দিয়ে তাদের অবস্থানকে বিচার করবো।

হারবার্ট : বিকল্প পৃথিবীর অন্বেষা

অয়ন মুখোপাধ্যায়, পি. এইচ. ডি. গবেষক, বিনোদবিহারী মাহাতো কয়লাঞ্চল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ

১৯৯০ এর দশক। বার্লিনের প্রাচীরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীতে ধ্বনিত হল এক নতুন সাম্রাজ্যবাদের দুন্দুভি। দ্বিমেরু বিশ্বের পতনে জন্ম হল আমেরিকা-কেন্দ্রিক একমেরু বিশ্বের। সমান্তরাল ভাবে, ভারতের আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আমূল বদল ঘটিয়ে গৃহীত হল *'নিউ ইকনমিক পলিসি'*। খোলা বাজার অর্থনীতির সেই আগমনী ধুনের সঙ্গে ভারতীয় মধ্যবিত্তের মধ্যে দেখা দিল প্রবল *অ্যাসপিরেসন* কিন্তু সেই প্রবল উচ্ছ্বাসকে চরিতার্থ করার কোনো উপায় তাদের কাছে ছিল না। তাই চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে তৈরি হল এক বিপুল ব্যবধান। সেই অবদমিত ব্যথাই জন্ম দিল এক অন্যতর বিক্ষোভের। সেই বিক্ষোভেরই আখ্যানকার নবারুণ। আর সেই প্রসঙ্গেই উঠে আসে *হারবার্ট*-এর কথা।

পরলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হোক বা মেম ফুর্তির ব্যবস্থা — সমস্ত ক্ষেত্রেই ক্রমক্ষীয়মাণ বনেদিয়ানা আর আগন্তুক বোহেমিয়ানার এক দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। মধ্যবিত্তের স্বভাবই হল প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে আপোষ করে নেওয়ার আন্তরিক প্রয়াস। এই উপন্যাসেও সেই প্রয়াসের ছবি লক্ষ করা যায়। আর যখন সামাজিক অন্যায়, অপমানের হাতগুলো ক্রমশ আরো গলা টিপে ধরে; দেওয়ালে পিঠ ঠেকাতে বাধ্য করে তখন সেই আয়াসী মধ্যবিত্ত ও স্বপ্ন দেখে 'উলগুনানে'র। বিদ্রোহ করতে চায় প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তারই কথা যেন উপন্যাসে বুনে দেন নবারুণ। উপন্যাস শেষ করার পরও মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হতে থাকে — "বিস্ফোরণ কখন ও কোথায় ঘটবে; তা জানতে রাষ্ট্রযন্ত্রের এখনও অনেক বাকি আছে"। সেই বিস্ফোরণের আশাতেই বোধহয় নিত্যদিনের যাবতীয় ক্লিন্নতাকে অতিক্রম করে জীবনের গান গেয়ে চলে মধ্যবিত্ত সমাজ — আমি, আপনি, আরো অনেকে!

আকর গ্রন্থ

নবারুণ ভট্টাচার্য, *উপন্যাস সমগ্র*, কলকাতা : দেজ্ পাবিলিশিং, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০১০।

বাদল সরকারের নাটক : অ-নাটকীয় মধ্যবিত্ত

বাংলা নাটকে মধ্যবিত্ত খুঁজতে গিয়ে নজরে আসবে নাটক সর্বাংথেই মধ্যবিত্ত-লগ্ন। নাটককার-নাট্যকার, অভিনেতা-দর্শক সকলেই বড় অর্থে এই শ্রেনীভুক্ত। নাটকের চরিত্রশালায় উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্ত এসেছে - কিন্তু তাকে এনেছে, দেখেছে সেই মধ্যবিত্ত। নাটকের ভেতর দিয়ে যেমন মধ্যবিত্তকে বোঝার চেষ্টা করা যায়, তেমনি মধ্যবিত্তের বৈশিষ্ট্যগুলি দিয়ে নাটক পড়ার চেষ্টা থাকলে মন্দ হয় না। বরং নতুন কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নাটকে মধ্যবিত্ত এসেছ বিজন থেকে মনোজ-মোহিতে। নাটককারের উপলব্ধির তারতম্যে সেই মধ্যবিত্তের বিস্তারও অনেকটা। তবু বাদল সরকারের নাট্যে 'মধ্যবিত্ত' চরিত্র হয়ে থাকে না শুধু, একটা 'তত্ত্ব' হিসেবে উঠে আসে। বিষয় নয় শুধু, বিষয়ীর মনোভঙ্গিটিকেই খোলসা করে দেখায়। মধ্যবিত্ত'র ছকবন্দি গন্ডি থেকে বেরনোর তাগিদ স্বয়ং বাদলবাবুকে 'মঞ্চ' থেকে 'অঙ্গন'এ নিয়ে আসে।

আমরা দেখবো ১৯৬৫'এর সাড়াজাগানো 'এবং ইন্দ্রজিৎ', 'পাগলাঘোড়া' (১৯৬৭), 'শেষ নেই' (১৯৭৩), 'বাকি ইতিহাস', 'ত্রিংশ শতাব্দী' - অর্থাৎ তাঁর থার্ড ফর্মে যাওয়ার পূর্বেকার সিরিয়াস নাটকগুলিতে কীভাবে বাংলা নাগরিক মধ্যবিত্তের আকাঙ্ক্ষা ও নৈতিকতার স্ব-বিরোধটিকে দেখাচ্ছেন। অস্তিত্বের সংকট থেকে উঠে আসা শূন্যতাকে উপজীব্য করে তুলেছেন। সর্বোপরি বিষাদে-বিস্বাদে, রঙহীন-ফ্যাকাসে 'অনাটকীয়' মানুষ হয়ে উঠছে মধ্যবিত্ত। সুখ-অর্থ-যশকে টার্গেট করতে গিয়ে নিজেরাই টার্গেট হয়ে যাচ্ছে! কীভাবে অর্থহীন প্রলাপ থেকে জীবনের সন্ধানে তিনি ভোমা'তে মিছিল'এ পৌঁছচ্ছেন। যদিও তাঁর সমকালীন নাটককারদের মধ্যবিত্ত চরিত্র রূপায়ণের সঙ্গে একটা তুলনামূলক আলোচনা চলে আসবে। তবু পন্য-বিশ্বে নাগরিক মধ্যবিত্তের করুণ ট্র্যাজেডি নির্মাণে বাদল সরকারের স্বরটি স্বতন্ত্র থেকে যাবে।

ড. গৌরাঙ্গ দণ্ডপাট
সহকারী অধ্যাপক
এস. বি. এন গভঃ কলেজ
দক্ষিণ দিনাজপুর

IQAC-র উদ্যোগেএকদিনের জাতীয় স্তরের আলোচনাচক্র

বিষয় : 'স্বাধীনতা–উত্তর বাংলা সাহিত্যে মধ্যবিত্তের সংকট'

১৮ এপ্রিল ২০১৯, বৃহস্পতিবার

স্থান : জীবনানন্দ সভাকক্ষ (সেমিনার হল)

আয়োজক : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

বিধান চন্দ্র কলেজ, আসানসোল

পশ্চিম বর্ধমান- ৭১৩৩০৪

ফোন : 0341-2283020 / 3058

ওয়েবসাইট: bccollege.org

ই মেইল: bccollege.office@gmail.com

আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণকারীদের প্রস্তাবিত পত্রের সংক্ষিপ্তসার

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা ছোটগল্পে মধ্যবিত্তের দাম্পত্য-সংকট

দীপঙ্কর আরশ
বাংলা বিভাগ, বি. সি. কলেজ, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান

সারসংক্ষেপ

যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা প্রভৃতি পার করে মাতৃভূমি ব্যবচ্ছেদের মধ্য দিয়ে যে স্বাধীনতা আমরা পেলাম তাতে ঘটল স্বপ্নভঙ্গ। সার্বিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়ালাম আমরা। কল্পনায় ফিকে হয়ে গেল তিরিশের দশকের শান্তি, স্বস্তি ও মন্থরগতির জীবন। বাঙালির জন্মান্তর ঘটল। অবসান ঘটল শরৎচন্দ্রীয় রোম্যান্টিক যুগের, কল্লোলীয় বোহেমিয়ান পালার, বিভূতিভূষণের প্রকৃতি-মুগ্ধতার। নতুন যুগের কবি-সাহিত্যিকদের এবং গল্পলেখকদের লেখনীতে রূপ পেল সমকাল বাস্তবতা। রক্তনদী পার হয়ে মূল্যবোধের ভরাডুবির সাক্ষী থেকে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত দ্বিধাবিভক্ত সমাজ ও ব্যক্তিমানুষকে তাঁরা নতুন চোখে দেখলেন। সেই দেখাতে গল্পলেখকদের লেখায় আলোকিত হল মধ্যবিত্ত জীবনের আর্থিক ও সামাজিক সংকট চিত্র, সম্পর্কের নতুন মাত্রা। সেখানে ধরা পড়ল মধ্যবিত্ত বাঙালির দাম্পত্য-সঙ্কটের ছবি। যেমন- সুবোধ ঘোষের 'জতুগৃহ', অচিন্ত্যকুমারের 'কলঙ্ক', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কান্ডারী', নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'কন্যা', গৌরকিশোর ঘোষের 'জবানবন্দি' প্রভৃতি। এই গল্পগুলির কোনো-কোনোটিতে(জতুগৃহ, কলঙ্ক) রয়েছে বিবাহ-বিচ্ছেদজনিত সমস্যা। সেখানে বিচ্ছেদ পরবর্তী সময়ে নায়ক নায়িকার সাক্ষাৎ ঘটেছে, অতীতে ফিরে যাওয়ার ভাবাবেগও তৈরি হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তর কালের লেখকদের লেখনীতে তার প্রশ্রয় নেই। স্ত্রীর কাছে স্বামীর রোম্যান্টিক ভাবাকুলতা সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে। কোনো কোনো গল্পে(জবানবন্দি, কান্ডারী) দেখা যায় ত্রিকোণ সম্পর্ক দাম্পত্যজীবনে জটিল আবর্ত সৃষ্টি করেছে। সেখানে কখনো নায়িকা নিরাপত্তা বা আশ্রয়কে জীবনের পাঠ হিসেবে গ্রহণ করেছে(কান্ডারী), আবার কখনো সে সব ছেড়ে জীবন-স্বাদের মাধুর্যকে এবং একই সঙ্গে যন্ত্রণাকে আপন করে নিয়েছে(জবানবন্দি)।

মধ্যবিত্ত সমাজের দাম্পত্য সম্পর্কের অন্তরালে অনেক ক্ষেত্রেই আসলে যে কতটা শূণ্যতা, স্বাধীনতা পরবর্তী ছোটগল্প লেখকরা তা প্রবাহিত করে দিতে চেয়েছেন পাঠকের ধমনীতে। মূল উপস্থাপনায় সেই বিষয়ের উপর আলোকপাত করার প্রয়াস রয়েছে।

অনুষ্ঠানসূচি

বেলা ৯.৩০: নাম নথিভুক্তকরণ : অংশগ্রহণকারী পূর্ণ সময়ের অধ্যাপকদের জন্য ৫০০ টাকা, অংশকালীন অধ্যাপক, অতিথি অধ্যাপক, এবং ছাত্র-গবেষকদের জন্য ২০০ টাকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৫০ টাকা।

বেলা ১০.০০: সেমিনার কক্ষে বক্তা, প্রধান অতিথি, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বরণ, প্রদীপ প্রজ্বলন এবং উদ্বোধনী সংগীতের মাধ্যমে অলোচনাচক্রের আনুষ্ঠানিক সূচনা।

বেলা ১০.২০: অধ্যক্ষ মহাশয়ের স্বাগত ভাষণ

বেলা ১০.৩০: IQAC -র সঞ্চালকের ভাষণ

বেলা ১০.৪০ : প্রথম অধিবেশন। সভামুখ্য ড.ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

বেলা ১০.৪৫: প্রথম বক্তা : ড. জয়গোপাল মণ্ডল, অধ্যাপক,বাংলা বিভাগ, বি.বি.এম.কে বিশ্ববিদ্যালয়, ধানবাদ,ঝাড়খন্ড

বেলা ১১.৩০: দ্বিতীয় বক্তা:ড. উৎপলমণ্ডল, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল

বেলা ১২.১৫ : মধ্যান্তর

বেলা ১.০০: দ্বিতীয় অধিবেশনও সমান্তরাল অধিবেশন।

বেলা ১.১০: তৃতীয় বক্তা: ড. শিবব্রত চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক,বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান

বেলা ১.৫০: চতুর্থ বক্তা: ড. রীতা মোদক, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

বেলা ১.০০ : অংশগ্রহণকারী অধ্যাপক ও গবেষকদের পত্র উপস্থাপন
সভামুখ্য: ড. মোনালিসা দাস, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, আসানসোল

বেলা ৩.৪০: ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা – বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ

বেলা ৪.০০: শংসাপত্র প্রদান

অধ্যাপক শ্রীমন্ত সরকার	ড. স্বপন কুমার দে	অধ্যাপক অমিতাভ মুখোপাধ্যায়	ড. ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়
সঞ্চালক, IQAC,	বিভাগীয় প্রধান,	আহ্বায়ক,	অধ্যক্ষ,
বি. সি কলেজ	বাংলা বিভাগ	সেমিনার কমিটি	বিধান চন্দ্র কলেজ

স্বাধীনতা-উত্তর নিম্নমধ্যবিত্তের সংকট: 'দ্বিজ' ও 'কানাকড়ি'

দোলন চ্যাটার্জী
অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বি. সি. কলেজ, আসানসোল, বর্ধমান

সংক্ষিপ্তসার

স্বাধীনতা পরবর্তী অবক্ষয় ও মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের বিপর্যয়ের পটভূমিতে যে সকল কবি-সাহিত্যিক লেখনী ধারণ করেছিলেন অবশ্যই তাঁদের মধ্যে 'কিনু গোয়ালার গলি'র লেখক সন্তোষকুমার ঘোষ(১৯২০-১৯৮৪) বিশিষ্ট। ছোটগল্পের আঙ্গিকে আমরা তাঁকে পেয়েছি মধ্যবিত্তের বা নিম্নমধ্যবিত্তের সার্থক রূপকার হিসেবে। তাঁর স্বাধীনতা-উত্তর ছোটগল্পে বার বার এসেছে সেই সমাজ ও তাদের জীবনের নানামুখী সংকটের কথা। তাঁর বিভিন্ন গল্পে সেই পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে। 'দ্বিজ' ও 'কানাকড়ি' গল্পদুটি সেই পরিচয়েরই অন্তর্গত। প্রথম গল্পটির প্রধান চরিত্র নিশিকান্ত ছিন্নমূল যজমানী গরীব ব্রাহ্মণ। পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে কলকাতায় এসে সম্মান রক্ষা করে জীবিকা নির্বাহই তার প্রধান সমস্যা। শেষ পর্যন্ত তাকে বাধ্য হতে হয় গোপনে কারখানায় কাজ করতে বা পানের দোকান খুলতে। উচ্চতর পেশা থেকে নিম্নতর পেশায় অবতরণ নিম্নমধ্যবিত্তের জীবনে যে আত্ম-সংকট তৈরি করেছে তা নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন গল্পাকার। দ্বিতীয় গল্প 'কানাকড়ি'র নায়ক-নায়িকা মন্মথ ও সাবিত্রী স্বাধীনতা-উত্তর নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি। তাদেরকে কেন্দ্র করে লেখক আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত ঐ শ্রেণির মানুষের জীবনধারণ ও জীবনযাপনের সমস্যা এবং মূল্যবোধের সংকটকে রূপায়িত করেছেন। বিশেষত আর্থিক সংকটের কারণে গল্পের নায়িকা সাবিত্রী পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কীভাবে মানসম্মান হারিয়ে নীচের দিকে তলিয়ে যেতে বাধ্য হল, কীভাবে তার মূল্য কানা কড়ির মতোই হয়ে গেল গল্পাকার নিম্নমধ্যবিত্তের সেই সংকটকে অত্যন্ত সুচারু রূপে জড়িয়ে দিয়েছেন গল্পের শরীরে।

'দ্বিজ' ও 'কানাকড়ি'- সন্তোষকুমারের এই দুটি গল্পে স্বাধীনতা-উত্তর নিম্নমধ্যবিত্তের যে সংকটচিত্র বাস্তবতা পেয়েছে মূল আলোচনায় সেই বিষয়টির উপরই আলোকপাত করা হয়েছে।

Bidhan ChandraCollege

[Govt. Sponsored] , ESTD :- 1961

Recognized by U.G.C (Govt. of India) and affiliated to KNU and the University of Burdwan

Asansol – 4, Dist – Burdwan ,West Bengal , Ph : 0341-2283020 / 3058

IQAC-র উদ্যোগে একদিনের জাতীয় স্তরের আলোচনাচক্রের জন্যে পত্র আহ্বান

আয়োজক : বাংলা বিভাগ

বিষয় : স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যে মধ্যবিত্তের সংকট

সম্ভাব্য বক্তা : ড. শিবব্রত চট্টোপাধ্যায়, প্রফেসর, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান

ড. উৎপল মণ্ডল, প্রফেসর, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিম বর্ধমান

ড. রীতা মোদক, অধ্যাপক, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

ড. জয়গোপাল মণ্ডল, সহকারী অধ্যাপক, বি.বি.এম.কে বিশ্ববিদ্যালয়, ধানবাদ,ঝাড়খন্ড

সম্ভাব্য সময় : এপ্রিল, ২০১৯ (১৮ এপ্রিল, ২০১৯, বৃহস্পতিবার)

২০০ শব্দের মধ্যে পত্রের সংক্ষিপ্তসার পাঠান ১৫ মার্চ, ২০১৯ এর মধ্যে (পিডিএফ আকারে)

Email: jibanshilpi@yahoo.co.in

dipankararosh6@gmail.com

আহ্বায়ক : ড. স্বপন কুমার দে, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ (9749766004)

যুগ্ম আহ্বায়ক : অধ্যাপক অমিতাভ মুখোপাধ্যায় (9647790215)

অধ্যাপক দীপঙ্কর আরশ (9434473382)

কো- অরডিনেটর IQAC : অধ্যাপক শ্রীমন্ত সরকার

Principal

Bidhan Chandra College

Asansol -713304

Principal
Bidhan Chandra College
Asansol

বিষয়: স্বাধীনতা উত্তর বাংলা সাহিত্যে মধ্যবিত্তের সংকট

সংক্ষিপ্তসার:

যে জন আছে মাঝখানে: শহুরে মধ্যবিত্তের বিবেক ও দ্বন্দ্ব রূপায়ণে মতি নন্দী

গবেষকঃ সৌরভ নায়ক

শাসক ও শাসিতের মাঝখানে অবস্থান মধ্যবিত্ত শ্রেণির। উত্তর-ঔপনিবেশিক কালে বারবার বাংলা সাহিত্যে ঘুরেফিরে এসেছে এই শ্রেণি। রমাপদ চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখের লেখায় এর নিদর্শন মেলে।

মতি নন্দীর মধ্যবিত্তকে দেখা অন্য সমসাময়িক লেখকদের চেয়ে বেশ খানিকটা আলাদা। মতির লেখা হানা দেয় মধ্যবিত্তের বিবেকে। আমরা উপভোগ করি মধ্যবিত্ত মানুষের বিবেক ও সমাজজীবনের মধ্যে এক নৃশংস গ্ল্যাডিয়েটর ম্যাচ।

জীবনানন্দ 'এইসব দিনরাত্রি' কবিতায় লিখেছেন, "স্বাভাবিক সভ্যশ্রেণী নিম্নশ্রেণী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিধি থেকে ঝড়ে/এরা সব মৃত নয়, অন্তবিহীন কাল মৃতবৎ ঘোরে।" জীবনানন্দ যাদের জানতেন পাথুরেঘাটার গগন-বিপিন-শশী হিসেবে তারাই মতির লেখায় হয়ে উঠছেন উত্তর কলকাতার মুকুন্দ, দাসবাড়ির লোকজন। মতির সমস্ত গল্পেই শহরের মানসিকতার হাড়-পাঁজরা বেরিয়ে পড়ে। মতির আখ্যানে তাই কোনো ধীরোদাত্ত নায়ককে আমরা পাই না। মধ্যবিত্তের বিবেকই এখানে আসল বাজীকর।

'ওত্তাদ্বয়' গল্পে আমরা দেখি, দুই যুবক থলে হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে গোটা শহর। থলেতে রয়েছে একটি সদ্যোজাত শিশু-ভ্রূণ, এই শহরে তারা খুঁজছে নিজেদের অপরাধ লুকোনোর জায়গা। আসলে গোটা শহরটাই তাদের বিবেক হয়ে উঠেছে। আবার 'একটি পিকনিকের অপমৃত্যু' গল্পে তিনটি যুবতী নিজেদের শারীরিক চাহিদা মেটাতে ঢিল ছুঁড়ে মেরে ফেলে এক নিরীহ যুবককে, এবং নিজেদের সান্ত্বনা দিতে বলে "কারো ইটই ওর গায়ে লাগেনি..এটা অ্যাকসিডেন্ট।"

বিবেক তার ভয়ংকরতম খেলা দেখায় 'শবাগার' গল্পে, এই গল্পে মুকুন্দ যুগের দায়ভার থেকে পালাতে চায়, তাই সে আশ্রয় খোঁজে অন্ধকারের স্তন ও যোনির মধ্যে, আমাদের মনে পড়ায় দস্তোভস্কির 'A notes from underground' এর সেই বিখ্যাত জবানবন্দি, "I was terribly afraid of being seen, of recognised. I had the underground in my soul."। দস্তোভস্কির পাতালই এখানে উত্তর কলকাতার গলি, এই শহরের সবারই বিবেক নিহত হয়েছে, যেভাবে বোদল্যেয়ার 'Flowers of Evil' কবিতায় বলেছিলেন, "Old Paris is no more"।

স্বাধীনতা-উত্তর যুগে মধ্যবিত্তের জীবন সংকটে 'বারো ঘর এক উঠোন'

অঙ্কিতা রায়

অতিথি অধ্যাপক

বিধান চন্দ্র কলেজ

আসানসোল – ৭১৩৩০৪

বাংলায় নবজাগরণের প্রভাবে বাঙালি মধ্যবিত্ত মননে যে পাঠস্পৃহা ক্রমশই দানা বেঁধে উঠেছিল স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে দুহাত ভরে তাদের সেই আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করেছেন। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের মধ্যবিত্তের চিত্রটি সম্পূর্ণ অন্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পর বাঙালি জাতির জীবনে যে অভূতপূর্ব সংকট দেখা দিয়েছিল, বিত্ত নির্ভর সাহিত্য রচনার প্রবণতা সেখান থেকেই পরিলক্ষিত হয়। এরপর ১৯৩৯ – ৪৫ এর মধ্যে ঘটে যাওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনায় সংকটের চিত্রটি অন্যরূপ ধারণ করে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে ঠিকই কিন্তু এই একটি মাত্র তারিখ দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে সাহিত্যের গতি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কারণ স্বাধীনতা পরবর্তী সাহিত্যে তার পূর্ববর্তী ঘটনার ফলাফল স্বরূপ বাস্তব জীবনে তা কতটা প্রভাব ফেলেছে সেই প্রেক্ষাপটেই সাহিত্য রচনা হবে সেটাই স্বাভাবিক। স্বাধীনতা উত্তর মানেই আমারা কল্লোল গোষ্ঠীর লেখকদের রচনায় দৃষ্টিপাত করি কিন্তু কল্লোলের লেখকরা ছাড়াও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে আরো নতুন নতুন লেখকদের রচনায় বাঙালি মধ্যবিত্তের একটি পরিপূর্ণ বিগ্রহ ক্রমেই পরিস্ফুট হতে লাগলো। তাঁদের মধ্যে যাঁর রচনায় সমসাময়িক সমাজ ও পরিবেশের অবক্ষয়ের চিত্রটি সব থেকে বেশি ধরা পড়েছে তিনি হলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নন্দী। তাঁর 'বারো ঘর এক উঠোন' এই সংকটের সময়ের এক চরম দলিল। উপন্যাসের কাহিনিতে নাগরিক মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের যে সংকটের দিক গুলি ফুটে উঠেছে সেগুলি কি শুধুই আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিচার্য ? নাকি চরিত্র গুলির চারিত্রিক, মানসিক ও যৌনতাও অবস্থার বিপাকে পড়ে পর্যুদস্ত হয়েছে সেই বিষয়টিই, মূল পত্রে সামগ্রিক ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কিভাবে তাঁর 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসটি সব দিক দিয়ে মধ্যবিত্তের সংকটের দলিল হয়ে উঠেছে তা-ই আমার আলোচ্য বিষয়।

জন অরণ্য : মধ্যবিত্তের সংকটের নির্মম দলিল

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম রূপকার মণিশংকর মুখোপাধ্যায়ের (শংকর) অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'জন অরণ্য'। ১৯৭৩ সালে দেশ পত্রিকার পুজো সংখ্যায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বইটি আলোড়ন তুলেছিল।সেসময় কলকাতার নানা সমস্যা, বিশেষ করে বেকারত্বের সমস্যা এই উপন্যাসে নিখুঁতভাবে ধরা পড়েছে। একদিকে জীবনধারণের নানা জটিলতা আর অন্যদিকে মধ্যবিত্তের মানসিক টানাপোড়েন উপন্যাসটিকে সময়ের নির্মম দলিল করে তুলেছে।

উপন্যাসটি মূলত: গড়ে উঠেছে সোমনাথ নামক এক যুবককে সামনে রেখে। ভদ্র,মধ্যবিত্ত পরিবারে,বাবা,দুই দাদা,বৌদিদের সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠা সোমনাথের জীবনে প্রথম সংকট দেখা দেয়,যখন পড়া শেষ করে বছর দুই আপ্রাণ চেষ্টা করেও একটা চাকরি সে জোটাতে পারে নি। তার বন্ধু সুকুমারও চাকরির চেষ্টা করতে করতে শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যায়। শেষে সোমনাথ চাকরির ভরসা আর না করে ব্যবসা করবে ঠিক করে এবং এই ব্যবসার লাইনে এসেই সে যেন নতুন করে আবিষ্কার করে,এই চিরচেনা শহর যেন এক জন অরণ্য,যেখানে টিঁকে থাকতে হলে পদে পদে মধ্যবিত্ত মূল্যবোধকে ছেঁটে ফেলতে হয়।পুরো উপন্যাস জুড়ে সোমনাথ কেবল তার মধ্যবিত্ত সত্তা নিয়ে ন্যায়-অন্যায়ের দ্বিধায় ভুগেছে আর শেষে যখন তাকে আপোস করতেই হল,তা যে সে মানতে পারেনি,তা বোঝা যায়,যখন তার রোজগারের টাকায় মাতৃসমা বৌদিকে শাড়ি উপহার দিয়েও সে বলে "এই শাড়ি আপনি পড়বেন না বৌদি,এই শাড়িতে অনেক নোংরা লেগে আছে।"

শংকরের বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতা তাঁর উপন্যাসগুলিতে প্রায়ই ছায়া ফেলেছে। তাঁর বিখ্যাত কলকাতা ট্রিলজি চৌরঙ্গী,সীমাবদ্ধ,জন অরণ্যও তার ব্যতিক্রম নয়।ষাট,সত্তরের দশকের কলকাতা শহর,তার ভালোমন্দ নিয়েই দেখা দিয়েছে এই উপন্যাসগুলিতে।একই সাথে এসময়ের মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনযাপনের চিত্রও নিখুঁতভাবে এসেছে। আলোচ্য নিবন্ধে শংকরের জন অরণ্য উপন্যাসকে সামনে রেখে সেসময়ের মধ্যবিত্ত বাঙালির সংকটের নানা দিক দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

ড. তিস্তা দত্ত রায়

সহকারী অধ্যাপিকা,

বাংলা বিভাগ, রামপুরহাট কলেজ।

বীরভূম।

'দ্বিজ' ও 'কানাকড়ি' : উত্তর স্বাধীনতা পর্বে মধ্যবিত্তের আত্মসংকট

অস্মিতা মিত্র, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ

দ্বিতীয় বিশ্বসমরোত্তর দুনিয়াতে এশিয়া আফ্রিকার নবজাগরণের পটভূমিতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্টে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তি স্মরণযোগ্য। সে সময়ের ছোটোগল্পকারেরা এই দেশবিভাগের ধাক্কায় শেকড়-ছেঁড়া নোঙরহীন নৌকার মতো জগৎ ও জীবনকে, ব্যাক্তি ও সমাজকে নতুন চোখে দেখেছেন। তাই স্বাধীনতা উত্তর ছোটোগল্পে বার বার এসেছে মধ্যবিত্ত সমাজ ও তাদের সংকটের কথা।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা ছোটোগল্প রচনার ক্ষেত্রে **সন্তোষকুমার ঘোষ** (১৯২০-৮৪) 'বহুমাত্রিক জীবনের ক্ষেত্রসন্ধানী' লেখক হিসেবে অন্যতম। তাঁর রচিত **'দ্বিজ'** ও **'কানাকড়ি'** ছোটোগল্প দুটি মধ্যবিত্তের মানসিকতা ও তাদের সংকটের দিকগুলিকে বিশেষভাবে সূচিত করে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের আত্মসম্মান রক্ষার অধিক সচেতনতাই তাদের বার বার সংকটের মুখে ফেলে। সে কারণেই **'দ্বিজ'** গল্পের ব্রাহ্মণ নিশিকান্ত প্রথমে যজমানী ছাড়া অন্য কাজে যুক্ত হওয়ার কথা ভাবতে পারেনি এবং পরে অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়ে কারখানার কাজে যুক্ত হলেও সে কথা যাতে কেউ জানতে না পারে সে বিষয়ে সচেতন থাকে। অন্যদিকে যে কাজের(পানের দোকানে কাজ) দ্বারা অন্নসংস্থান হচ্ছে সেই কাজকেই নয়নতারা ছোটো করে দেখে নিজের অজান্তেই নিজের স্বামীকে অপমান করেছে। মধ্যবিত্তের আত্মসংকটের এক বিশেষ রূপকেই গল্পকার তুলে ধরেছেন এই নয়নতারার মাধ্যমে।

পঙ্গু আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় ভিতরে ভিতরে সৎ মানুষ কিভাবে তথাকথিত 'নষ্টমানুষ' হয়ে যায় তারই গল্পরূপ **'কানাকড়ি'**। আত্মসম্মানবোধে অধিক সচেতন মন্মথ যেভাবে অর্থনৈতিক দুর্গতির কবলে পড়ে স্ত্রীর উপার্জনের পথে বাইরে বেরনোকে শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছে, সেক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত মন্মথের এক সংকটে সম্মুখীন হওয়ার কথাই সূচিত করে। তাই বলা যায় নিম্ন মধ্যবিত্তের শ্রেণী বদলের গল্পে **'কানাকড়ি'** সত্যই এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

IQAC-র উদ্যোগে একদিনের

জাতীয় স্তরের আলোচনাচক্র

বিষয়: স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যে সাময়িকীর সংকট

২৮ এপ্রিল, ২০২২

বৃহস্পতিবার

আয়োজক:

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

বিধানচন্দ্র কলেজ

আসানসোল

অংশগ্রহণকারী অতিথি, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ,

আলোচক অতিথিবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রী এবং অন্য-অন্যান্যদের

নাম নথিভুক্তকরণ

Registration

Sl No.	NAME in Block Letter	Institution in Block Letter	Lunch Veg/ Non Veg	Phone No. Email ID	Designation	Signature	500/- 200/- Registration Fee
1	SUKLA BANERJEE	BURDWAN UNIVERSITY	VEG	9174639511 SUKLABANERJEECHUMKI @GMAIL.COM	RESEARCH SCHOLER	Sukla Banerjee	200/-
2	SATYAJIT DATTA	UNIVERSITY OF GOUR BANGA	VEG	9064543645 Sdattamyname @gmail.com	RESEARCH SCHOLAR	Satyajit Datta	200/-
3	ASHMITA MITRA	WEST BENGAL STATE UNIVERSITY	NON VEG	9748633634	Student	Ashmita Mitra	200/-
4	Somali Chakraborty	University of Calcutta	Non veg	9007530832 Somali 12C @Gmail.com	Student	Somali Chakraborty	200/-
5	ALOLIKA MUKHOPADHYAY	Banaras Hindu University	Non veg	9474631218 Alolika 34 @gmail.com	Student	Alolika Mukhopadhyay	200/-
6	SHARMI BANDYOPADHYAY	Bankura University	Non veg	8945863703 [illegible]	Research Scholar	[illegible]	200/-
7	RAJESH KUMAR MONDAL	Assam university	Non veg	8250630676 RajeshKrMondal14@gmail.com	Research Scholar	Rajesh Kr Mondal	200/-
8	SUVANKAR DEY	Burdwan University	Non veg	8145650333 [illegible] @gmail	Research Scholar	Suvankar Dey	200/-
9	UJJWAL PRAMANIK	(DHANBAD) B.B.M.K UNIVERCITY	non veg	7679780755 [illegible] @gmail.com	Research Scholar	Ujjwal Pramanik	200/-
10	GOPINATH DAS	(KAZINAZRUL UNIVERSITY, ASANSOL)	VEG	[illegible] @gmail.com	student	Gopinath Das	200/-

Sl.	Name in Block Letter	Institution in Block Letter	Lunch Veg & non-veg	Phone No: Email ID	Designation	500/- 200/- Registration Fee	Signature
* 11	PANCHANAN NASKAR Certificate Delivered	B.B.M.K. UNIVERSITY, DHANBAD	non-veg	9097146144	Research Scholar	200/-	Panchanan Naskar
* 12	SUAPAN PRAMANIK Certificate Delivered	B.B.M.K. University DHANBAD	Non veg	9088467706	Research scholar	200/-	Swapan Pramanik.
* 13	SURANJAN RAJAK	BURDWAN UNIVERSITY, BURDWAN	NON.veg	8116888061	Student	200/-	Suranjan Rajak
14	MOULIKA SAJWAL	JADAVPUR UNIVERSITY, KOLKATA	NON-veg	9804619816	Research scholar	200/-	Moulika Sajwal
15	JASIMUDDIN MALLICK.	BURDWAN UNIVERSITY, BURDWAN	NON-veg	9064169089	Research Scholar	200/-	Jasimuddin Mallick
16	DEBASMITA BANERJEE	BANKURA UNIVERSITY, BANKURA	Veg	8759170870	Research scholar	200/-	Debasmita Banerjee
17	AYAN MUKHOPADHAY	KAZI NAZRUL UNIVERSITY, ASANSOL	Non veg	7001060717	Research Scholar	200/-	[illegible]
18	ANKITA SAHA.	R.B.U.	veg	7980913692.	Research Scholar	200/-	
19	UTSAV CHOWDHURY	JADAVPUR UNIVERSITY, KOLKATA.	Veg	9874451848	Research Scholar	200/-	Utsav Chowdhury
20 *	BIKAS BARMAN	SIDO KANHU MURMU UNIVERSITY, DUMKA	Veg	9332050409	Research Scholar	200/-	Bikas Barman

Sl. No	Name in Block Letter	Institution in Block Letter	Lunch Veg & Non-veg	Phone No. Email ID	Designation	500/- 200/- Regn. Fee	Signature
21	RANA BHATTACHARJEE	TDB COLLEGE	NON-VEG	9232922004	Guest-Teacher	200	[illegible]
22	GOURANGA DANDAPAT	S.B.S Govt. College	Non veg	9647479256	Asst Professor (stage-II)	500	[illegible]
23	~~SANJOY KHAN~~ ANKITA ROY	~~B.H.U~~ B.C. College		~~7679329725~~	~~Part Time Teaching~~ Guest Lecturer	200/- 200/-	[illegible] A Roy
24	DOLON CHATTERJEE	B.C. College			Guest Lecturer	200/-	[illegible]
25	JAYANTA NARAYAN DHADACHARYA	B.C college			Guest Lecturer		
26	DIPANKAR AROSH	B.C. college					[illegible]
27	RITA MODAK	Visva-Bharati		9433328289 ritamodak2010@yahoo.in	Asso. Professor		[illegible] 16.4.19
28	UTPAL MANDAL	K.N.U.		9432989749	Professor		[illegible] 18.4.19
29	Amitava Bose	B.R. College		9932740169	Principal		[illegible] 18/4/19
30							

Sl No	Name in Block Letter	Institution in Block Letter	Phone no. Email ID.	Designation	Signature	Registration Fee
31	DR FALGUNI MUKHOPADHYAY PRINCIPAL	B.C. COLLEGE		PRINCIPAL		
32	SREEMANTA SARKAR	B.C. COLLEGE		IQAC COORDINATOR	Sarkar.	
33	Dr. Vijay Narain	B.C College		Assit. Professor		
34	AJAY KUMAR SHARMA	B.C. COLLEGE		Assistant Professor		
35	JOYNAL MANDAL	B.C. COLLEGE		Assistant professor		
36	DR SUBHADEEP RAY	B. C. College		Coordinator, Dept of English		
37	RINKU SHAH	B.C. college		Asst Professor		
38	BULA DEBNATH	B.C. College		Assistant Professor		
39	UJJWAL CHOWDHURY	B.C. College		govt approved PTT		
40	SUTAPA ADHIKARI	B C College		Associate Professor		
41	SUSMITA CHAKRABORTY	B.C. COLLEGE		Asstt. Professor	Sc. 18.04.19	

Students' Participants

Sl. No.	Name (in Block Letters)	Institution (in Block Letters)	Phone no.-Email ID	Designation	Registration Fee	Signature
1.	ABHAPRIYA DAS	KNU	9547673198	Lecturer	Rs 50/	Abhapriya Das
2.	ROMA MONDAL	KNU	8348000538	R Student	50/-	Roma Mondal
3.	SUDHA KHAN	KNU	8637544673	Student	50/-	Sudha Khan
4.	SRABONI DEY	K.N.U	7550817465	student	50/-	Sraboni Dey.
5.	KASMIRA KHATUN	KNU	7699914211	student.	50/-	kasmira khatun
6.	SHREYA ROY	KNU	7074289389	Student	50/-	Shreya Roy.
7.	HARAPRASAD KHAN	K.N.U	9083140061	Student	50/-	Haraprasad Khan
8.	CHANDRANI MANDI	K.N.U	8918118035	Student	50/-	Chandrani Mandi
9.	AYVIA BANERJEE AYESHA PARVIN	K.N.U	7098311742	Student	50/-	Ayesha Parvin
10.	Shilpa Bhadra	K.N.U	9134528761	student	50/-	shilpa Bhadra

Student Participants

Sl. No.	Name in Block Letter	Institution	Phone No. Email ID	Designation	50/- Registration Fee	Signature
11.	MITALI SOREN	K.N.U	9593491631	Student	50/-	Mitali Soren
12.	LATA PAN	K.NU	9679098733	student	50/-	Lata Pan
13.	SAMPA GHOSH	K.N.U	9775383852	Student	50/-	Sampa Ghosh
14.	SHRABANI SHARMA	K.N.U	9547146783	Student	50/-	Shrabani Sharma
15.	Reshmi Hazra	K.N.U	9064061946	Student	50/-	Reshmi Hazra
16.	~~[illegible] MITRA~~	~~WBSU ([illegible])~~	~~9148633634~~	~~Student~~		
17.	UTSAV KAR	K.N.U (B.E Elec)	8250333816	Student	50/-	Utsav Kar
18.	SHARMISTHA DAS	K.N.U (B.E [illegible])	9476239793	Student	50/-	Sharmistha Das
19.	SOUVIK MUKHERJEE	K.N.U (B.E Elec)	7001823877	Student	50/-	Souvik Mukherjee
20	Subhajit Chakraborty	K.N.U (B.E Elec)	7076887457	Student	50/-	Subhajit Chakraborty

Sl. No.	Name in Block Letter	Institution (in Block Letter)	Phone No / mail ID	Designation	50/- Registration	Signature
21	SANGHAMITRA LAHIRI	KHANDRA COLLEGE	97718734312	Student	50/-	[illegible]
22.	Tanushree Roy	B.C. College	7478961031	Student	50/-	T. Roy.
23.	[illegible] Chakraborty.	B.B. College	7001533170	Student	50/	[illegible]
24.	SANJOY KHAN	B.H.U	7679329725	Student	50/-	
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						

No.	Name	Institution	Ph No	Signature	Rs.
1.	Bijata Barkar	B.C. College	9064669939	Arjinta Sarkar	50
2.	Puja Maji	B.C College	7001983232	Puja Maji	50
3.	Tapasi Das	Kulti collage	6297248848	Tapasi Das	50
4.	Sumana Debnath	Girls Callage	9002471229	Sumana Debnath	50
5.	Ipsita Maji	Girls College	9474106798	Ipsita Maji	50
6.	Payel Dutta	B.C college	7797704090	Payel Dutta	50
7.	Sayantani Das	Girls College	8083679389	Sayantani Das	50.
8.	Ombrila Dey	Girls' college	8250369319	Ombrila Dey.	50.
9.	Debasis Baral.	B.C. College	8250091176	Debasis Baral.	50.
10.	Naba kumar Mukherjee	B.C. college	8918789837	N.K. Mukherjee.	50
11)	Swarnadip Banerjee	BC college	8918610401	swarnadip Banerjee	50
12.	Manisha Das.	BC. College.	8101038163	Manisha Das.	- 50
13.	Riya Banerjee	BC. College	7001131947	Riya Banerjee	- 50
14	Mandira Maji	B.C. College	8250106793	Mandira Maji	- 50
15	Dipaboli Banerjee	B.C college	9635348074	Dipaboli Banerjee	- 50
16	Labani Banerjee	B.C college	9733436031	Labani Banerjee	- 50
17	Seema Gorai	B.C college	7872525437	Seema Gorai	- 50
18	Snigdha Chakraborty	B.C college	7478263189	Snigdha Chakraborty	- 50
25.	Tuhin Mondal.	K.N.U	8145191959	Tuhin Mondal.	- 50/-
26.	Manisha Roy	B.C. college	7365002167	Manisha Roy	- 50
27.	Chhanda Bauri	K.N.U	6297507029	Chhanda Bauri	- 50/-
28	Lipika Bouri	K.N.V	7719235672	Lipika Bouri	50/-
29)	Kajol Roy	B.C college	8918844598	Kajol Roy	50/-
30)	Sanjukta Sonar	B.C college	7585898986	Sanjukta Sonar	50/-
31)	Bidhat Agarwalla	C.U	9851866555	Bidhat Agarwalla	50/-
32)	Sandhya Das	B.C college	8250746676	Sandhya Das	50/-
33)	Sutila Chatterjee	B.C College	6295298021	Sutila Chatterjee	50/-
34)	Shreya Adhikary	B.C College	8944019096	Shreya Adhikary	50/-
35)	Anindita Roy.	B.C co	7098401185		50/-
36)	Kumari Sinha	B.C Callage	7001640083		50/-
(37)	Minakshi Saha	BC College	9046159682		50/-

No.	Name	Institution	Ph no	Signature	Rs.
39	Sangita Roy	B.C collage	7001616355	Sangita Roy	50
	Avisha Mukherjee	B.C collage	8967704984	Avisha Mukherjee	50
	PRAKASH PRASAD	B.C collage	7031885804	Prakash Prasad.	50
	Argha Chakraborty	B.C college	8918850761	Argha chakraborty	50
	Ayan Guha Roy	B.C college	9908643705	Ayan Guha Roy.	50
43	Siddhartha Das.	B.C College	7908877243	Das.	50
44	Debangana Sengupta	B.C College	9083203804	D.S	50
45	Amit Hazra	B.C College	7001498684	[illegible]	50
46	Purbasha Sinha (PURBASHA SINHA)	B.C college			50
47	Mouni Garai (MOUNI GARAI)	B.B college (Kazi Nazrul Univ Ex)			50
48	Tumpa Mondal (TUMPA MONDAL)	B.B college (KNU Ex)			50
49	Mamon Garai (MAMON GARAI)	B.C college			50
50	Priyanka Ojha (PRIYANKA OJHA)	B.C college			50
51	Moumita Nandi (MOUMITA NANDI)	B.C. College			50
52	BINITA MONDAL	B.C. College			50
53	KABITA MUKHERJEE	B.C. College			50
54	BULTI GOSWAMI	B.C. College			
55	MOUMITA HAZRA	B.C. College			
56	JHILIK NANDY	"			
57	SACHIN MONDAL	"			
52	ARIJIT CHAKRABORTY	"			
53	INDRAJIT SUTRADHAR	"			
54	~~SUBA~~ SONALI DEY	"			
55	ANTARA ROY	"			
56	INDRANI ROY	"			
57	ANUSHREE SARKAR	Girls College			
58	POULAMI CHAKRABORTY	B.C. College (KNU Ex)			
59	ARADHANA MONDAL	"			
60	ANAMIKA GANGULY	"			
61	SANCHITA SAINI	"			

62. PRIYANKA MONDAL	B.C. College
63. ANNESHA CHATTERJEE	"
64. PRITY NATH	"
65. ASIMA MONDAL	"
66. DOLAN MONDAL	"
67. KOBITA MONDAL	"
68. BAGAN MONDAL	"
69. PRITYRANI SARKAR	"
70. ANYA MUKHERJEE	K.N.U
71. DEBAPRIYA DAS	K.N.U
72. ~~ROMA~~ M RAMA MONDAL	K.N.U
73. SUDHA KHAN	K.N.U
74. SRABONI DEY	K.N.U
75. KASHMIRA KHATUN	KNU
76. ROY	KNU
77. HARAPRASAD KHAN	KNU
78. SHILPA BHADRA	KNU
~~79. SATYAJIT DUTTA~~	~~KNU~~
79. CHANDRANI MANDI	KNU
80. AYESHA PARVIN	KNU
81. MITALI SAREN	KNU
82. LATA PAN	KNU
83. SHAMPA GHOSH	KNU
84. SHRABONI SHARMA	KNU
85. RESHMI HAZRA	KNU

Bidhan Chandara College

Govt. Sponsored & NAAC Accredited

Estd: 1961 Affiliated to Kazi Nazrul University

National Webinar

ON

The Pandemic and the Modern Life: Social and Literary Reflections

This is to certify that

of

has participated in the National Webinar on "The Pandemic and the Modern Life : Social and Literary Reflections" organized by the Department of Bengali , Bidhan Chandra College, Asansol , W.B , on 23rd of June, 2020.

Amitabha Mukhopadhyay
CONVENER

Dr. Falguni Mukhopadhyay
Principal
BIDHAN CHANDRA COLLEGE
ASANSOL

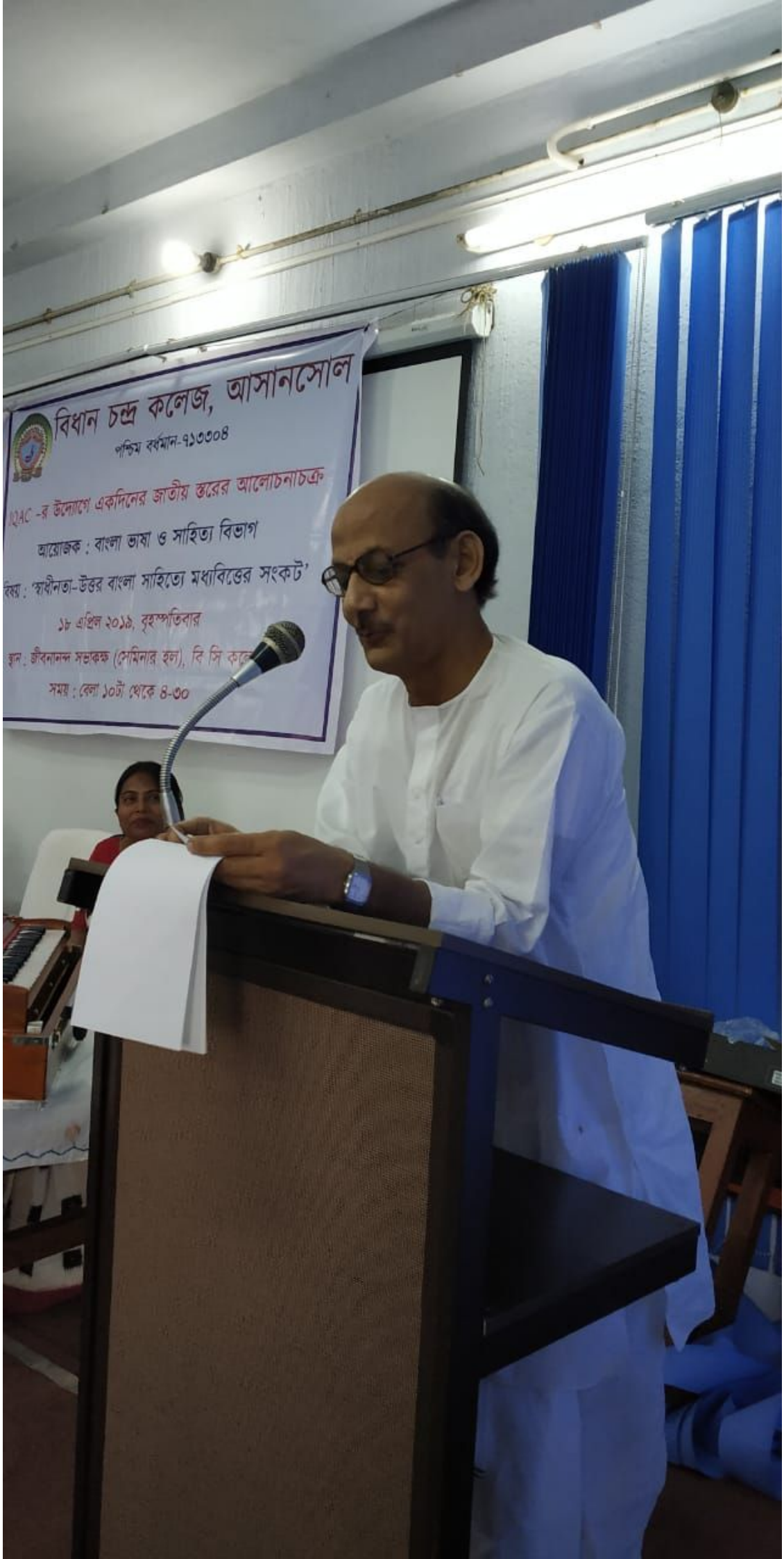
বিধান চন্দ্র কলেজ, আসানসোল
পশ্চিম বর্ধমান-৭১৩৩০৪
IQAC -র উদ্যোগে একদিনের জাতীয় স্তরের আলোচনাচক্র
আয়োজক : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
বিষয় : 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যে মধ্যবিত্তের সংকট'
১৮ এপ্রিল ২০১৯, বৃহস্পতিবার
স্থান : জীবনানন্দ সভাকক্ষ (সেমিনার হল), বি সি কলে
সময় : বেলা ১০টা থেকে ৪-৩০

100%
COPPER

কলেজ, আসানসোল
বর্ধমান-৭১৩৩০৪
জাতীয় স্তরের আলোচনাচক্র
ও সাহিত্য বিভাগ
সাহিত্যে মধ্যবিত্তের সংকট'
বৃহস্পতিবার
বি সি
৪-৩০

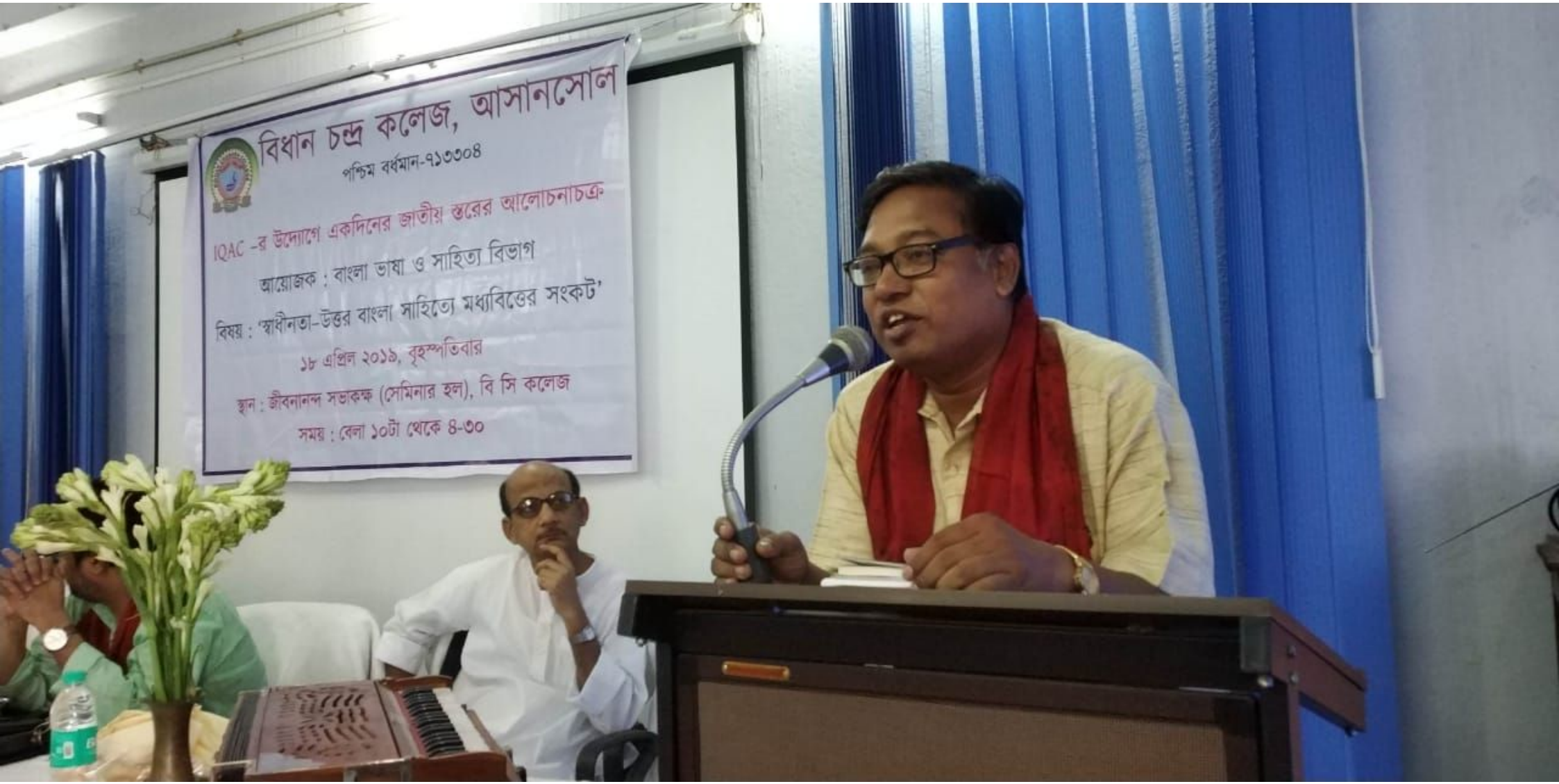
বিধান চন্দ্র কলেজ, আসানসোল
পশ্চিম বর্ধমান-৭১৩৩০৪
IQAC -র উদ্যোগে একদিনের জাতীয় স্তরের আলোচনাচক্র
আয়োজক : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
বিষয় : 'স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা সাহিত্যে মধ্যবিত্তের সংকট'
১৮ এপ্রিল ২০১৯, বৃহস্পতিবার
স্থান : জীবনানন্দ সভাকক্ষ (সেমিনার হল), বি সি কলেজ
সময় : বেলা ১০টা থেকে ৪-৩০